পাঠকের মতামত

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভেবে দেখুন

অক্টোবর '৯২ সংখ্যা কমপিউটার জগৎ এ ভারতে কমপিউটার শিক্ষায় সে দেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগের খবর পড়ে চমৎকৃত হলাম।

জানা গেছে এনআইআইটি সেদেশের ৮০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মেধাবী–আগ্রহী ছাত্র/ছাত্রীদের ৩০০০টি বৃত্তি দেবে।

এই বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যয় দাঁড়াবে প্রায় দেড় কোটি রুপী। এনআইআইটি গত বছরও এই খাতে প্রায় এক কোটি রুপীর বৃত্তি দিয়েছিলো।

কমপিউটার জগৎ এর মে '৯২ সংখ্যায়ও আরেকটি খবর পড়েছিলাম এ ধরনের। তাতে বলা হয়েছিলো যে, এ বছর ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ৫০,০০০ কলেজ শিক্ষককে কমপিউটার প্রশিক্ষণ দিবে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে যে, সেদেশের ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১২১৬টি কলেজ এবং ২৫০০ স্কুলে ১৯৮৪ সাল থেকে কমপিউটার বিজ্ঞানের উপর শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

পাশাপাশি গত কয়েকদিনের পত্রপত্রিকায় দেখলাম শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২ কোটি টাকা ব্যয় করার একটি প্রস্তাব সরকারের কাছে পেশ করছে। মনে হচ্ছে শিক্ষামন্ত্রণালয় কমপিউটার জগৎ–এর দেড় বছরের লেখা–লেখির কারণে বাধ্য হয়েছে এই সিদ্ধান্ত নিতে।

আর কি আশ্চর্য এই দেশ। শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ছাড়াই সিলেবাস বই ছাপা হয়ে-গেল একটি অত্যাধুনিক টেকনিক্যাল বিষয়ের। তারপর মন্ত্রণালয়ের টনক পড়লো শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়টি? তার ওপর মাত্র ২ কোটি টাকা দিয়ে ৫ বছরে এই প্রশিক্ষণ চলতে থাকলে কত বছরে সারা দেশের স্কুল–কলেজের শিক্ষকবৃন্দ প্রশিক্ষণ শেষ করবেন? আর কত বছরেই বা ছাত্র/ছাত্রীরা শিক্ষার সুযোগ পাবে? কত বছর পর সবগুলো স্কুলকলেজে কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্র/ছাত্রীরা পড়ালেখা করবে? কবে আমরা দেখবো যে পাশের দেশগুলোর মতো শত শত শিক্ষিত জনবল কমপিউটারের কাজে উন্নত বিশ্বে নিয়োজিত হয়ে আমাদের দেশের নিরন্ন জনগনের মুখে 'ডাল–ভাত' দিতে সমর্থ হবে?

দেশের সবচেয়ে বড় মন্ত্রণালয়টিতে কি একজনও নেই সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়ার?

আহমদ হোসেন
বাঘমারা, ময়মনসিংহ

বিষয় : কমপিউটার জগৎ

আমি মাসিক কমপিউটার জগৎ পত্রিকাটির একজন অনুগত ভক্ত। তাই আমি এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। কিন্তু সুদীর্ঘ একমাস পর পর পত্রিকাটি বের হয় এবং এর অন্তর্গত বিষয়সমূহ উন্নত হলেও খুবই অল্প। অল্প কয়টি বিষয় পড়ে মন তৃপ্তি পায়না। তাই আমার আবেদন, এর শ্রীবৃদ্ধি এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ নেয়া যেতে পারে : —

১। দেশী–বিদেশী কমপিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার বিষয়ক বইসমূহের সমালোচনা নিয়মিত প্রকাশ।

২। বিভিন্ন সফটওয়্যার–এর সমালোচনা ও একই জাতীয় জনপ্রিয় সফটওয়্যারগুলির তুলনামূলক সমালোচনা প্রকাশ।

৩। সকল বিজ্ঞাপনে আইটেমের সাথে মূল্য সংযোজন।

৪। কমপিউটার হার্ডওয়ার ও সফটওয়্যারের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান নিয়মিত প্রকাশ।

৫। সাম্প্রতিক আবিষ্কারসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ।

৬। বিদেশী জনপ্রিয় ম্যাগাজিনের উল্লেখযোগ্য অন্ততঃ একটি লেখার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ।

৭। 'মাসিক কমপিউটার জগৎ'–এর পক্ষ থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন প্রোগ্রাম প্রকাশ, এবং সর্বোপরি।

৮। 'মাসিক কমপিউটার জগৎ'–কে পাক্ষিক এ রূপান্তর।

আমার মতে উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করলে পত্রিকাটির বিচরন ক্ষেত্র এবং জনপ্রিয়তা আরও অনেক বৃদ্ধি পাবে। এর জন্যে হয়তবা এর পৃষ্ঠাসংখ্যাও বাড়াতে হবে। ফলশ্রুতিতে এর মূল্য প্রতিকপি ২০/= টাকা হলেও আপত্তি নেই।

মোহাম্মদ হেদায়েত হোসেন
বি, এ, এফ, শাহীন কলেজ, ঢাকা।

কমপিউ জগৎ এলবাম

কমপিউটার জগৎ এলবাম–এক এখন পাওয়া যাচ্ছে প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠায় সুদৃশ্য বাঁধাই নতুন কভার আর্ট পেপারে চার রং অফসেটে ছাপা।

দাম মাত্র দুইশত টাকা।

প্রাপ্তিস্থান : ১৪৬/১ আজিমপুর রোড (চায়না বিল্ডিং–এর গলি) ঢাকা–১২০৫। ফোন: ৫০ ৬৪ ৮৫

চিন্তা চেতনায় উন্নত আমরা —

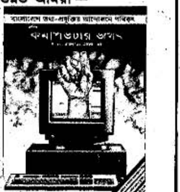

গত সংখ্যায় নিউজ উইকে ২৮ সেপ্টেম্বর এবং কমপিউটার জগৎ এলবাম এক (জুলাই)–এর প্রচ্ছদের ছবি দুটি কমপিউটার জগৎ–এ ছাপানোর পর আমরা প্রশংসাসূচক অনেক টেলিফোন এবং চিঠি পাই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এলবামের প্রচ্ছদ শিল্পী আহসান হাবীবকে এজন্যে উচ্ছসিত প্রসংশা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে যারা যারা চিঠি লিখেছেন বা ফোন করেছেন তাদের সবার প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ। — স.ক.জ.

পাঠকের পাঠানো

যুক্তরাষ্ট্রের 'ডাটা এন্ট্রি ম্যানেজমেন্ট এসোসিয়েশন' কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা 'DEMA' তে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনের ক্ষুদ্রাকার ছবি। এতে চীনের একটি কোম্পানি তাদের দেশে ডাটা এন্ট্রি কাজ করানোর জন্য বড় বড় আমেরিকান কোম্পানিদের আকৃষ্ট করছে। নিউইয়র্কে কোম্পানিটির একটি শাখা রয়েছে। চীনে মূল প্রতিষ্ঠানটিতে বিদেশের কাজ করার ১০০০ এরও বেশি ডাটা এন্ট্রি অপারেটর রয়েছে বলে বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে।